জীবনবোধহীনতা

▣ আদৃতা নন্দী

এরপর কি ? স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে ছুটে চলা ?
হাত বাড়িয়ে সুখ, বিলাসকে ডেকে যাওয়া ?
রাজনীতি, বিপ্লব, মিছিল এসব সাজেই না আমায়
আমি তো ছিমছাম্, শুধু রাতের পার্টিতে উদ্দম।
বন্ধুদের সাথে বেরোলে কখনো নিরামিষও খাই,
তবে শহরের সবচেয়ে দামী সেহেতু নামি রেস্তোরাঁ
হওয়া চাই।
মাসতুতো ছোট ভাইয়ের মতো কেউ দোসা বানায়
কাঁচের ওপারে-
এপার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অবশ্যই, তবু ৫-৬ টা টিস্যু
তো চাই,
মলগুলোতে ঢুকতে গেলেই ঘেন্না দুর্গন্ধভরা
জামাগুলো গা ঘেঁষে হাত পাতে,
বন্ধুর সাথে মদ খেয়ে বমি গড়াগড়ি-মজা কোথায়
নোংরা!
আগের প্রেমিক এখন আরেক নতুন মেয়ের সোহাগে আপ্লুত-
নিজের অপমান ভাবি শুধু, অন্যের দুঃখ কেন বোধ করবো বিব্রত?
শুধু মাঝে মাঝে ধাক্কা খাই রামসাগর ভাইয়া,
মিলনমসিদের হঠাৎ দেখে,
ছোটবেলার স্কুলে ছোটখাটো বেতনের সুতরাং
ছোটছোট কাজ করতো ওরা!
ভাইয়া পাহাড়া দিত স্কুলগেট, মাসি বমি পরিস্কারও
করতো-
এখন শরীরে স্পষ্ট তাদের কষ্ট,
জানে তারাই শ্রেনীর মাপে তাদের থাকেনা কষ্ট,
কী-ই বা হত আমাদের মতো দেখে না দেখার ভান
করে ওভাবে যদি না হাসতো !
এরপর, আমি আকাশের খোঁজে যাই-
শহরের সবচেয়ে পরিস্কার লেকে পা ভেজাই,
বেশ কিছু ছবি তুলি নিজের এবং ন্যাচারের,
আরো অনেক দুখী জীবন ভেবে, স্বপ্ন সাজাই আমার স্বচ্ছন্দ্যের।।